ফসিল — সুবোধ ঘোষ
অগ্রণী পত্রিকায় প্রকাশিত।

প্রশ্ন :- সুবোধ ঘোষের ফসিল গল্পটি তে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধণতন্ত্র তত্ত্বের যে বিরোধ দেখানো হয়েছে তা আলোচনা করো।

ত্রিশের দশকের শেষদিকে আবির্ভূত সুবোধ ঘোষের ফসিল গল্পের কাহিনী খুব দীর্ঘ নয় কিন্তু বিষয়বস্তু বেশ জটিল ।গল্পের শুরুতে নেটিভ স্টেট অঞ্জন গড়ের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। স্টেটে রাজা আছেন আর সেই রাজার উপাধি আছে অনেক — ত্রিভুবন পতি, নরপাল, ধর্মপাল, অরাতি দমন। রাজ শক্তির যথেচ্ছাচার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এই রাজার মধ্যে আর সেই নামমাত্র রাজার দাপট অভ্রভেদী।এখানে এই রাজাকে দেখানো হয়েছে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ হিসেবে আর গল্পের এক অন্যতম চরিত্র অঞ্জন গড়ের নবনিযুক্ত ল এজেন্ট মুখার্জি গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। আর ধণতন্ত্র প্রতিনিধি হলো এই গল্পের একটি বিশিষ্ট চরিত্র গিবসন আর অপর একটি চরিত্র হলো ম্যাককেনা। অন্যদিকে শ্রমিকদের প্রতিনিধি দুলাল মাহাতো।
অঞ্জন করে যে শাসন তা আসলে লাঠি তন্ত্র গরিলার কুড়মি প্রজাদের শাসন-শোষণ এই রাজ্যের মহারাজার প্রধান কাজ আসলে এই গল্পের মুখ্য উপস্থাপিত বিষয় হল আধুনিক সমাজের তিন শ্রেণীর মানুষের সংঘাত। আসলে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্য দিয়েই সামন্ততন্ত্রের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে ধণতন্ত্র আর তারই পরিণতি স্বরূপ এসেছে এই সংঘাত। সামন্ততন্ত্র ধণতন্ত্র কখনো একসঙ্গে টিকে থাকতে পারে না। কেননা সামন্ততন্ত্র জামাল কৃষিপ্রধান ধণতন্ত্র তেমনি শিল্প প্রধান। এই গল্পে মিস্টার মুখার্জি হলেন মধ্যবিত্ত প্রতাপ সিং চাকুরীজীবিদের প্রতিনিধি সামন্ততন্ত্র ধর্মতন্ত্র সংঘাতে মধ্যবিত্তের দশা যে কি হয় তার পরিচয় এই চরিত্রটির পরিণতিতে স্পষ্ট। আবার নববধূ বণিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি স্থানীয় দুটি চরিত্র

গিবসনও ম্যাককেনা এরা মহারাজ এর চেয়েও ভয়ঙ্কর তবে গল্পটিতে যার ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তিনি হলেন মুখার্জি। তার কার্যকলাপে এবং মননের মাধ্যমে গল্পে গতি এসেছে গল্পের চরিত্র ভিড় নেই।
গল্পটির অনেকগুলি পরিচ্ছেদ থাকলেও লেখক গল্পটিকে শিথিল হতে দেননি গল্পের কাহিনী অত্যন্ত দৃঢ় কাহিনী ও গতিময়। কাহিনী এগিয়েছে কখনো বর্ণনায় কখনোবা চরিত্রের সংলাপ। দুলাল মাহাতো খুনের ঘটনায় গল্প শেষ হতে পারত কিন্তু গল্পের যবনিকাপাত ঘটেছে মিস্টার মুখার্জির গভীরতম উপলব্ধির ভাবনায়।
মধ্যবিত্ত মুখার্জির ভূমিকা গল্পের পক্ষে কিছুটা জটিল করেছে গল্পে কয়েকটি শ্রেণীচরিত্র দেখা গেছে সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী গণিত শ্রেণীর মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমজীবী কর্মী শ্রেণীকে মহারাজার সিন্ডিকেট কিভাবে অসৎ এর মধ্য দিয়ে পিষে ফেলেছে সেই বিষয় নিয়ে গল্পের কাহিনী নির্মিত হয়েছে।
মধ্যবিত্ত মুখার্জিকে তার নিজের বিবেককে মানসিকতা বিসর্জন দিয়ে হাত মেলাতে হয়েছে দুই স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সঙ্গে।
গল্পের কাহিনী পর্যালোচনা করে মিস্টার মুখার্জির ভাবনা থেকে এটা বোঝা যায় এই অসহায় শ্রেণীর মানুষেরা সামন্ততন্ত্র ধর্মতন্ত্রের কাছে কতটুকু সাধারণ। সামন্ততান্ত্রিক জমিদার ধনতান্ত্রিক বণিক চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত আর শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত বিত্তহীন মানুষের শ্রেণী সংখ্যাচিত্র এই গল্পে ফুটে উঠেছে এর মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে জাতীয় সংকট এবং গল্পের পরতে পরতে ফুটে উঠেছে সামন্ততন্ত্রের বিরোধ ও তার ফলশ্রুতিতে শ্রেণীর মানুষদের জীবন যন্ত্রণা।
Notes —Soma Mukherjee